

৩/১০/২০১৭ (৬) সিস্টেম
সিস্টেম

আইসিটি সেল

প্রোগ্রামার
 সহকারী প্রোগ্রামার
 সহকারী মাইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার

সিস্টেম এনালিস্ট

“ই-মেইল/বিশেষ বাহক মারফত”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ (সংস্থাপন) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.motj.gov.bd

নং-২৪.০০.০০০০.১১১.৯৯.০১২.১৮-৯৪৮

তারিখঃ ০১ কার্তিক, ১৪২৬
১৭ অক্টোবর, ২০১৯

বিষয়ঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উত্তম চর্চা (Good Practice) প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উত্তম চর্চা (Good Practice) পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০১(এক) পাতা।

আইসিটি সেল

সহকারী প্রোগ্রামার
 সহকারী মাইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার

প্রোগ্রামার

১
১৭.১০.২০১৭
(মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন)
উপসচিব

ও
সদস্য-সচিব
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
ফোন নম্বরঃ ৯৫৪০৪৭৭
ই-মেইল নম্বরঃ admin1@motj.gov.bd

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পরিবহন পুলভবন

সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ জনাব রওশন আরা লাবনী, সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার শাখা)।

অনুলিপিঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২. সিস্টেম এনালিস্ট, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪. অফিস কপি।

বন্দ্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বন্দ্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উত্তম চর্চা (Good Practice)

০১। মত বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

কোন জটিল বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সভায় উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত বিষয়ের উপর সকল কর্মকর্তার মতামত গ্রহণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে সর্বোত্তম (best possible) সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

০২। জরুরি বিষয়ে SMS প্রদান:

দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান, কোন সিদ্ধান্তের জন্য সভা আহবান ইত্যাদি ক্ষেত্রে SMS-এর মাধ্যমে সকল কর্মকর্তাকে অবগত করা হয়। এতে খুব সহজে এবং কম সময়ে যেকোন বার্তা, তথ্য, সিদ্ধান্ত দ্রুত সকলকে অবগত করানোর মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

০৩। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের মাসিক সিডিউল প্রণয়ন:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। বন্দ্র ও পাট মন্ত্রণালয় প্রতিমাসে একটি প্রশিক্ষণ সিডিউল প্রণয়ন করে থাকে। ০২-০৯ম গ্রেড, ১০-১৬ গ্রেড এবং ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের তিনটি ভাগে ভাগ করে শুদ্ধাচার, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য অধিকার আইন, বিধি, নীতিমালা, নথি ব্যবস্থাপনা, সংবিধান, চাকরি বিধিমালা ইত্যাদি বিষয়ে মাসের শুরুতেই একটি প্রশিক্ষণ সিডিউল প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ফলে মাসের প্রথমেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উক্ত মাসের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অবহিত থাকেন।



চিত্র: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা

০৪। জরুরি বিষয় আলোচনা করে দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ:

জরুরি বিষয়ে অনুবিভাগ প্রধান এবং প্রয়োজনে সচিব মহোদয়ের সাথে শাখা/অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সরাসরি আলোচনা করে থাকেন। ফলে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।

চলমান পাতা-০২

০৫। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব/ উপসচিবদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণ প্রতি মাসে কর্মসূচি প্রণয়ন করে অডিট নিষ্পত্তির জন্য দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা করে থাকেন। অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে অতিরিক্ত সচিব (অডিট)-এর সভাপতিত্বে দপ্তর/সংস্থাসমূহের অডিট সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অডিট আপত্তির সংখ্যা কমে আসছে।

০৬। মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবীক্ষণ:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বিভিন্ন আদালতে বিচারধীন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ চিহ্নিত করে সচিব কর্তৃক ৩০টি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধান কর্তৃক ৫০টি মামলা এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অবশিষ্ট মামলা প্রতি মাসে মনিটরিং করা হচ্ছে। মামলায় নিষ্পত্তি কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনজীবীর performance মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে মামলা সম্পর্কিত জটিলতা হ্রাস পাচ্ছে।

০৭। দপ্তর/অধিশাখা/শাখার চাহিদা নিরূপন করে পণ্য/সেবা ক্রয়:

মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/শাখা অধিশাখার প্রয়োজনীয় চাহিদার ভিত্তিতে পণ্য ও সেবা ক্রয় করা হয়। এতে সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

০৮। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ফলে পুরো অর্থ বছরে কি কি পণ্য ও সেবা ক্রয় করা হবে, তার একটি প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়।

০৯। প্রতিমাসে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান:

প্রতিমাসে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার মাধ্যমে পারস্পরিক পেন্ডিং বিষয় নিয়ে আলোচনা করে দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।

১০। পরিবেশবান্ধব পাটপণ্য ব্যবহার:

পরিবেশ বান্ধব পাটপণ্য নিজেরা ব্যবহার করি এবং অন্যদের ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদেশি মিশনগুলোতে উপহার হিসেবে নমুনা সরবরাহ করা হয়। এতে সরকারি দপ্তরে পাট পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিদেশ থেকে এর চাহিদা আসছে।

১১। ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুত কার্যবিবরণী প্রদান:

এ মন্ত্রণালয়ে সভা চলাকালে সভার সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করে সভাশেষে সভাপতি কর্তৃক কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের মাধ্যমে সকলকে ই-নথিতে বিতরণ করা হয়। তাতে এ মন্ত্রণালয়ের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২। অংশীজনদের (স্টেকহোল্ডারদের) সাথে মতবিনিময়:

এ মন্ত্রণালয়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিতভাবে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে নীতিমালা, আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের চাহিদা জেনে নেওয়া সম্ভব হয়।



চিত্র: স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা